



## 26119 - বগিত বছরসমূহের যাকাতের কাযা পরিশোধ

### প্রশ্ন

ইসলামের সরল পথ থেকে দূরে থাকার কারণে বগিত বছরগুলোতে আমি যাকাত আদায় করিনি। গত বছর থেকে আমি ইসলামে ফিরে এসেছি- আলহামদু লিল্লাহ্-। আমি সম্পদ উপার্জন করছি। আমার সম্পদে যাকাত আদায় করতে চাই এবং বগিত বছরগুলোতে যা করছি আমি সটোর প্রতীকার করতে চাই; যদি সম্ভব হয়। আমার পূর্বেরে কিছু ঋণ আছে; যগুলো এখনও পরিশোধ করতে পারিনি। আমি বগিত বছরগুলোর যাকাত কভাবে আদায় করব? এভাবে আদায় করলে ককিবুল হব? যহেতে আমি বগিত বছরগুলোতে আদায় করিনি? এখনও আমি হারাম ঋণগুলো পরিশোধ করছি।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ্।

আপনি হদায়তে পাওয়ায় আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আপনাকে হদায়তের উপর অটল রাখেন। জনে রাখুন, আল্লাহ্ ক্বমাশীল ও দয়ালু। তিনি বান্দার তওবাত খুশি হন - যদিও তিনি মাখলুকরে প্রতী মুখাপক্শী নন-। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আপনার উপর তাঁর অনুগ্রহ আরও বাড়িয়ে দেন।

আপনার উপর অপরহির্য হল বগিত বছরগুলোতে যে পরমাণ অর্থ আপনার মালকিনাধীন ছিল সটো থেকে প্রত্যকে বছরে ঋণ বাদ দিয়ে বাকী অর্থের যাকাত পরিশোধ করা। যদি আপনি প্রত্যকে বছরে সম্পদে হিসাব কত তা নশ্চিতভাবে জানতে পারেন তাহলে সে সম্পদে যাকাত আদায় করা আপনার উপর ফরয। যদি আপনি সঠিক হিসাব জানতে না পারেন তাহলে সতর্কতার সাথে অনুমান করে এর ভিত্তিতে যাকাত আদায় করবেন।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল:

এক লোক পাঁচ বছর যাকাত পরিশোধে অবহলো করেছে। এখন সে তওবা করেছে। তার তওবার কারণে কিসে যাকাত পরিশোধ থেকে অব্যাহতি পাবে? যদি অব্যাহতি না পায় তাহলে সমাধান কী? এ সম্পদে পরমাণ ছিল দশ হাজারেরও বেশি। এখন পরমাণ কত সটো তার জানা নহে।

জবাবে তিনি বলেন:



যাকাত একদিকে আল্লাহর ইবাদত, অন্যদিকে ফকরিদরে অধিকার। কোন মানুষ যদি যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে সে দুইটি অধিকার লঙ্ঘন করে: আল্লাহর অধিকার এবং ফকরিদরে অধিকার বা যাকাতরে অন্য প্রাপকদরে অধিকার।

যদি সে ব্যক্তি পাঁচ বছর পর তওবা করনে- যমেনটি প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে- সক্ষেত্রে আল্লাহর অধিকার থেকে সে অব্যাহতি পেয়েছে। কোননা আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর তিনিহি তাঁর বান্দাদরে তাওবা কবুল করনে ও পাপসমূহ মচোন করনে।”[সূরা শূরা, আয়াত: ২৫]

তবে দ্বিতীয় অধিকারটি বহাল আছে। সটো হচ্ছ যাকাতরে হকদার ফকরি বা অন্যান্য প্রাপকদরে অধিকার। তাই সে ব্যক্তির উপর ফরয এ সকল লোকদরে কাছে যাকাতরে সম্পদ হস্তান্তর করা। যদি তার তওবা শুদ্ধ হয় তাহলে আশা করা যায় সে ব্যক্তি যাকাত পরশিোধ করার সওয়াব পাবনে। কোননা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রশস্ত।

আর যাকাতরে পরমাণ নির্ধারণে জন্য সে ব্যক্তি সাধ্যানুযায়ী অনুমান করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ কোন মানুষকে তার সাধ্যরে বাইরে দায়তিব দনে না। উদাহরণতঃ দশ হাজার (রিয়ালরে) এক বছরে যাকাত হবে দুইশত পঞ্চাশ (রিয়াল)। যদি যাকাতরে পরমাণ হয় দুইশত পঞ্চাশ (রিয়াল) তাহলে প্রত্যকে বছরে যাকাত হিসেবে দুইশত পঞ্চাশ রিয়াল আদায় করবে। তবে, কোন কোন বছর যদি সম্পদরে পরমাণ কিছু বড়ে থাকে তাহলে অতিরিক্ত অংশরেও যাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি কোন কোন বছর সম্পদ কিছু কমে গিয়ে থাকে তাহলে সে ঘাটতির পরমাণ যাকাত থেকে বাদ যাবে।

[আসয়লিতুল বাব আল-মাফতুহ (প্রশ্ন নং-৪৯৪, আসর নং-১২)

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।